মেহেরপুরে হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদ আটক

মেহেরপুর শহরে আবাসিক হোটেল ইজাজে অটোরিকশা চালক আব্দুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আসামি নাহিদকে (২০) আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

নাহিদ সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে ও এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি। সেই সাথে হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটি উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার বিষয়ে সব তথ্য প্রদান করেছে। শুধুমাত্র তার অটো ছিনতাইয়ের জন্যই আব্দুর রহমানকে হত্যা করে সে। ছিনতাই করা অটোটি মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন নাহিদ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম রাত ১১ টার সময় এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে এই হত্যা মামলার অপর দুই আসামি
ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছিলো পুলিশ।

গত সোমবার (১২ জুন) ভোরের দিকে ঝিনাইদহ উপজেলার কালিগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর থেকে রাজু শেখ ও কানারাইল গ্রাম থেকে বিপ্লব কুমার বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে।

গত রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় ইজাজ প্লাজা নামের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আব্দুর রহমান
(৫২) গলাকাটা অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

এর চারদিন আগে নাহিদ চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার কথা বলে অটো চালক আব্দুর রহমানকে ডেকে নেন। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের রাজাবাবু

দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের সেই রাজা বাবু। প্রায় আড়াই টন ওজনের রাজা বাবুকে শেষবারের মত দেখতে ইনছান আলীর বাড়িতে জমেছে এলাকাবাসির ভীড় । ঢাকা তেঁজগাও খেলার মাঠর হাটে পাওয়া যাবে দেশ সেরা রাজাবাবুকে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে ট্রাকে করে রাজাবাবুকে ঢাকার উদ্যেশ্যে রওনা হয়েছে।

গরুর মালিক ইনছান আলী বলেন, তেঁজগাও খেলার মাঠের ওই হাটে রাজা

বাবুর জন্য মঞ্চ তৈরী হয়েছে। ওখানেই আজকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে রাজাবাবুকে শেষবারের মত গোসল ও খাইয়ে দিয়েছেন ইনছান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন ও মেয়ে সেজুতি। শেষবারের মত আদর ও ভালবাসা দিয়ে চোখের পানি ফেলেছেন তারা। কারন, সাড়ে চার মাস বয়সি রাজা বাবুকে নিয়ে এসে অতি আদর যত্নে শাহিনা ও সেজুতিসহ বাড়ির মালিক ইনছান লালন পালন করেন।

ইনসান আলী গরুটির দাম হাকিয়েছেন ৩৫ লক্ষ টাকা। গত বছর কোরবানিতে রাজা বাবুর দাম হাঁকানো হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা। তবে, ক্রেতারা ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। সে দামে না বিক্রি করে রাজা বাবুকে আরো একটি বছর পালন করেন ইনছান আলী।

ইনসান আলী গাছান গরুটির ওজন ৬০ মণ দাবী করলেও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলছেন গরুটির মাংসের ওজন ৪০ মণ হতে পারে। তবে, ৪০ হোক আর ৬০ মন হোক এই রাজা বাবুই এবছরের কোরবানি ঈদে দেশের সবচেয়ে বড় গরু। এমনটাই দাবী করছেন গরুটির মালিক ও মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

জানা গেছে, গরুর মালিক মোনাখালি গ্রামের ইনছান আলী ও তার পরিবারের লোকজন আদর-যত্নের পাশাপাশি রাজাবাবুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

ইনছান আলী বলেন, ‘চার মাস বয়সী হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের রাজাবাবুকে ৮০ হাজার টাকায় কিনেছিলাম ৩ বছর আগে। পরিবারের একজন সদস্যের মতো করেই পরম আদর যত্নে লালন-পালন করে বড় করেছি তাকে। আদর করেই গরুটির নাম রেখেছিলাম মুজিবনগরের রাজাবাবু।

বিশাল আকৃতির এই ষাঁড়ের খাদ্য তলিকায় আছে কাঁচা ঘাস, সয়াবিন খৈল, ভুট্টা, ছোলা, গমের ভূষি, কলা ও বিচালি।’ রাজাবাবুকে দিনে ২০ কেজি দানাদার খাবার খেতে দিতে হয়। দানাদার খাবার সকালে ১০ কেজি এবং রাতে ১০ কেজি দিয়ে থাকেন বলে জানালেন ইনছান আলী।

ইনছান আলীর মেয়ে সেজুতি বলেন, ‘দেখতে বিশাল হলেও রাজাবাবু খুবই শান্ত স্বভাবের, দিনে তিনবার গরুটিকে গোসল করানো হয়। রাজাবাবু আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতোই। ‘

ইনসান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন জানান, এ রাজাবাবুকে আমরা দীর্ঘ চার বছর ধরে লালনপালন করছি নিজের সন্তানের মতো, যত্ন করতে হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

মোনাখালি গ্রামের সুরুজ আলী বলেন, এই রাজাবাবুকে নিয়ে আমরা অনেকেই অহংকার করি। কারন এই গরুটির কারনেই বলতে গেলে মিডিয়ায় আমাদের গ্রামের নামটি তুলে ধরা হয়।

দারিয়াপুর গ্রামের স্বপন আলী বলেন, বাড়ির পাশে অনেকেই গরু পালন করছেন। তাদের মুখ থেকে রাজাবাবুর কথা শুনে দেখতে এসেছি। এটির অনেক সুন্দর ভালো লাগছে। দানব আকৃতির এই গরুটিই দেশ সেরা হতে পারে বলে আমরা মনে করছি।

মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান বলেন, ‘রাজাবাবুকে দেখতে গিয়েছি। প্রানিসম্পদের সুত্র অনুযায়ী লম্বায় সাড়ে ১০ ফুট, উচ্চতায় ৮ ফুট। গরুটির দৈর্ঘ ও বেড় অনুযায়ী গরুটির ওজন প্রায় ১৯০০ কেজি বা ৩৭.৫০ কেজিতে মণ হিসাবে ৪৮ থেকে ৫০ মণ। জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে আমরা গরুটির চিকিৎসা, খাদ্য তালিকা ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমার জানা মতে এই গরুটিই বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় গরু।’

গাংনীতে স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনায় মামলায় স্ত্রী গ্রেফতার, জেল হাজতে প্রেরণ

স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দায়ের করা মামলায় স্ত্রী জেসমিনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন পুলিশ।

আজ বুধবার (২১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার জেসমিন গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের মৃতু আলতাব

হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে, গত ১৯ জুন সন্ধ্যায় তার স্বামী আলতাব হোসেনকে ফেলে রেখে চুয়াডাঙ্গায় এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে যায়। ওই দিন সন্ধ্যায় আলতাব হোসেন তার নিজ ঘরে আড়ার সাথে গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এঘটনায় আলতাব হোসেনের পরিবারের লোকজন অভিযোগ করেন, তার স্ত্রীর পরোকীয়ার কারনে আলতাব হোসেন আত্মহত্যা করেছেন। পরে আলতাব হোসেনের ভাই হাসানুজ্জামান বাদী হয়ে ভাবী জেসমিন ও তার পরোকীয়া প্রেমিক খড়মপুর গ্রামের মহির উদ্দীনের ছেলে আব্দুল মালেককে আসামি করে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ এনে প্যানাল কোড ৩০৬/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩৩, তারিখ ১৯/০৬/২০২৩ ইং। মামলার প্রধান আসামি আলতাব হোসেনের স্ত্রী জেসমিন খাতুনকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন। তার কথিত প্রেমিক আব্দুল মালেককেও গ্রেফতারে জোর প্রচেষ্টা চলছে।

মামলার আইও জহির রায়হান জানান, আলতাব হোসেনের দুই ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়ে বিয়ে হয়ে শশুর বাড়ি ও ছেলেটি প্রবাসী। আলতাব হোসেনের বাড়ি আলমডাঙ্গা উপজেলার শালিকা উত্তরপাড়াতে হলেও প্রায় ২০ বছর আগে সে গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামে তার শশুরবাড়ির পাশে জমি কিনে বাড়ি ঘর তৈরী করেছেন। তবে, জমিটি তার স্ত্রী জেসমিন খাতুনের নামে। স্বামী বিদেশ থাকার কারনে, জেসমিন আব্দুল মালেকের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। স্বামী বাড়ি আসার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে সব সময় দূর্ব্যবহার করে আসছে। স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেচে নেন আলতাব হোসেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের উদ্যোগে শিশুদের মাঝে শিক্ষা

উপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর স্পনসর শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সকল সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায়,মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিভব দেওয়ানের সভাপতিত্বে শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক।

অনুষ্ঠানে ২২০ জন স্পন্সর শিশুকে ২৫ কেজি করে চাউল সাড়ে ৫ লিটার সরিষার তেল ১ কেজি গুড়া দুধ এবং ৮ টি খাতা ও ১৬ টি কলম প্রদান করা হয়।

‘বনায়ন’ মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যোকোর মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিসের সামনে বনায়ন মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ শুরু হয়েছে।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয় । বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ এর উদ্বোধন করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শঙ্কর কুমার মজুমদার।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একাত্ততা প্রকাশ করে বেসরকারিখাতের

সবচেয়ে বড় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ‘বনায়ন’ তার ৪৩তম বছরে পদার্পন করে ৫০ লাখ গাছের চারা বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বৃক্ষরোপণের আহ্বানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ১৯৮০ সালে ‘বনায়ন’ তার যাত্রা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে এই পর্যন্ত সাড়ে ১১ কোটির বেশি বনজ, ফলজ, ও ঔষধি জাতীয় গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ এবং দেশব্যাপী ১১৯টি জীব-বৈচিত্র্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে ‘বনায়ন’।

‘বনায়ন’ এর এই কার্যক্রম সরাসরি জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৩) ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন’ এবং (এসডিজি-১৫) ‘লাইফ অন ল্যান্ড’ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বি এ টির রিজিওনাল ম্যানেজার সাজ্জাদ তালুকদার, এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল এছাড়াও বিএটির সকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল বলেন, পুরো জুলাই মাস জুড়ে এই স্টল থেকে বনজ,ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা সর্বসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এখানে নিম, মেহেগুনি, অর্জুন, সজিনা ,আমলকি ,বেল ,লেবু, কাঁঠাল, জাম সহ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি সকলকে বিনামূল্যে গাছের চারা নেওয়ার জন্য আহবান করেন।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ

বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

বিপাশার আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, বিপাসার শিশু সন্তান অসুস্থ থাকায় মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক তারসহ অপরাপর তিন আসামির জামিনাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আগামী ৬ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই আদালত একই মামলায় বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে এবং গত বৃহস্পতিবার ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

প্রিজন ভ্যানে তোলার ছবি তুলতে গিয়ে সাংবাদিক লাঞ্চিত, মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে কোর্ট হাজতে থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় ছবি তুলতে গিয়ে লাঞ্চনার শিকার হয়েছেন মেহেরপুরের কয়েকজন সাংবাদিক। লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে এখন টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুজাহিদ মুন্না, প্রতিদিনের বাংলাদেশের মেহেরপুর প্রতিনিধি মেহেরাব হোসেন অপি ও অনু নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে।

এক পর্যায়ে রাজু হোসেন নামের এক ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিকের মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায় আসামির লোকজনরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের পিছনে সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে জেলে নেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। এঘটনায় সেখানে থাকা মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার নাসিম হাসান, আমাদের অর্থনীতির মাসুদ রানা, সময়ের সমীকরণের সোহান রেজাসহ অন্যান্য সাংবাদিকরা ভয়ে ছবি তুলতে পারেনি। কেউ কেউ ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাদেরকেও থামিয়ে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী ফ্রিল্যান্সিং সাংবাদিক রাজু হোসেন জানান, মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্যর জামিন না দিয়ে তাকে জেলে পাঠিয়েছেন আদালত। এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে ছবি তুলতে যায় ছবি তুলতে গিয়ে সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন অপি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এসময় সাংবাদিক মুজাহিদ মুন্না, অনুসহ বেশ কয়েকজন আমাকে বাঁধা দেয় এবং মোবাইলটা ছিনিয়ে নেয়। পরে আমাকে নিয়ে তারা সাংবাদিক তুহিন আরন্যর ভাই তুষারের একে মটরস শোরুমে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে আমার মোবাইলের ছবি মুছে দেয় এবং আমাকে নানারকম হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনায় রাজু হোসেন মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সময়ের সমীকরণের সাংবাদিক সোহান রেজা জানান, সাংবাদিক মেহেরাব হোসেন অপি সাংবাদিক রাজু ভাইকে গালাগালি করছেন এবং মোবাইল কেড়ে নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছিলো। পরে মুজাহিদ মুন্না রাজুর মোবাইল কেড়ে নিয়ে রিস্টার্ট করে দিলো। সাংবাদিকের কাজ সত্যটা তুলে ধরা। তারা সাংবাদিকের কাজে বাধা হয়ে দাড়ালো।

মেহেরপুরের রাজনগরের আ. লীগ নেতা মুক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টার মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে একই গ্রামের মোছা: আশুরা খাতুন নামের এক নারী।

মামলার প্রধান আসামি মুক্তি গ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মামলার প্রধান আসামি মুক্তি বিভিন্ন সময়ে মোছা: আশুরা খাতুনকে কু প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এছাড়া তিনি

ওই গ্রামের বিভিন্ন নারীদের চাল, গম, টাকা পয়সা বা ভাতা করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধ অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন। কোনো নারী তার কথায় রাজি না হলে বিভিন্ন কৌশলে ফাঁদে ফেলে তাকে ধর্ষণ করেন। ইতোপূর্বে গ্রামের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা অবস্থায় লোকজন তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তা মিমাংসা করা হয়।

মামলায় আরো বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ কু প্রস্তাব দিয়ে ব্যার্থ হন মুক্তি।পরে গত ০১/০৬/২৩ তারিখ দিবাগত রাত আনুমানিক রাত সাড়ে ৮ টার সময় ঘরে প্রবেশ করে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক আমার স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। স্পর্শকাতর স্থানে সে কামড়িয়ে ও হাঁচড়িয়ে জখম করেছে। পরে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে চিৎকার দিয়ে উঠে। এসময় প্রতিবেশীরা ছুটে এসে বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দেন। সে হাতে নাতে ধরা পড়ে। পরে স্থানীয়রা এসে বিচারের আশ্বাস দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়।

মামলার বাদী আশুরা খাতুন বলেন, ছোট বেলা থেকেই মুক্তি আমাকে নানাভাবে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছে। তার কথায় আমি রাজি না হওয়ায় আমার স্বামী জয়নাল আবেদীনকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাকে দফায় দফায় মারপিট করে পঙ্গু করে দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস নেই এলাকার মানুষের। সবাই তাকে ভয় পায়। আশুরা আরও বলেন, আমি কয়েক বছর হলো মুক্তির অত্যাচার থেকে বাঁচতেই মেহেরপুর শহরে এসে ঘর ভাড়া করে থাকি। মাঝে মধ্যে গ্রামে গেলেও চুরি করে যায়। আবার গোপনে ফিরে আসি। সে এলাকার অনেক নারীকেই ধর্ষণ করেছে। ভাতা কার্ড, টিসিবি কার্ডসহ বিভিন্ন অনুদান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ধর্ষণ করে থাকে। তিনি বলেন, আমি তার হাত থেকে বাঁচতে চাই। আমি আমার বাড়িতে নিরাপত্তার সাথে থাকতে চাই।

প্রতিবেশী তাসলিমা খাতুন বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তি এলাকার বহু নারীর কাছে জোর করে যাওয়ার প্রমাণ আছে। এলাকার নারীদের বিভিন্ন জিনিস দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সে অনৈতিক কাজ করে থাকেন। তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহষ নেই। অনেক মেয়ে মুখ বুঝে এই মুক্তির অত্যাচার সহ্য করছেন।

এদিকে মামলার প্রধান আসামি মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মুক্তি জানান, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। আমি তাকে ধর্ষণ করতে যায়নি। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর

সাথে আশুরার গ্যানজাম চলছে। আমি সেই সালিশ বৈঠকের বিচারক ছিলাম। আমার সাথে শত্রুতা করে সে এই মামলা দিয়েছে। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, সে এবার গ্রামে আসুক। তারপর তার বিচার হবে।

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় বাংলিাভশেনর বিশেষ প্রতিনিধি, দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ এর মেহেরপুর প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। তুহিন আরন্য এর আগে প্রথম আলো, এনটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

মামলায় আসামির পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে একই আদালত একই মামলায় ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা, ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকেও জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত

করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়।

এরপর তারা উচ্চ আদালতে চার্জশিটের তথ্য গোপন করে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিনাদেশ শেষ হলে বৃহস্পতিবার ওই তিনজন এবং মঙ্গলবার তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

এর আগে গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন পৃথক দিনে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের

পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।